



10324 - তালবিল ইলমরে আদবসমূহ

প্রশ্ন

আল্লাহ আমার প্রতি ইলম অনুবষণ শুরু করার অনুগ্রহ করছেন। আপনারা আমাকে কী কী শিষ্টিচারে ভূষিত হওয়ার নসীহত করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নশ্চয় ইলম অর্জনরে বশে কিছু আদব রয়েছে; একজন তালবিল ইলমরে সবে আদবগুলোতে সুশোভিত হওয়া উচিত। আমরা আপনার সমীপে সবে আদব ও উপদেশগুলো পশে করছি; আশা করি আল্লাহ সগেলের মাধ্যমে আপনাকে উপকৃত করবেন:

এক:

ধরৈয়: প্রিয় ভাই, নসিন্দহে ইলম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বিষয়। পরশ্রমরে সঁড়ি না পরেয়ে উচ্চ শখিরে পট্টোঁয়া যায় না। কবি আবু তাম্মাম নিজেকে সম্বোধন করে বলেন:

ছড়ে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পট্টোঁতে চাই, সাধারণতঃ যথোয় পট্টোঁয়া যায় না। কঠনি শখিরে পট্টোঁতে হয় কাঠনিয় পার হয়ে, সহজ স্তরে পট্টোঁয়া যায় সহজে। তুমি সস্তা পথে উচ্চ শখিরে নাগাল পতে চাও? মধু খতে হলে মধুকররে হুলে বদিধ হতে হয়।

অন্য এক কবি বলেন:

তুমি বৃদ্ধরে গততি মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যরো কষ্টরে চূড়ান্তে পট্টোঁছে লুঙগি ফলে রেখে ছুটে চলছে। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠনি পরশ্রম করে তাদরে অধিকাংশ কলান্ত হয়ে পড়ছে। মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যাবসায় চালিয়ে যায় ও ধরৈয় রাখে। তুমি মর্যাদায় পট্টোঁছাকে খজের খাওয়ার মত সহজ মনে করো না। বরং তুমি ততি ঔষুধ চটে খাওয়া ব্যতীত মর্যাদার সীমানায় পট্টোঁতে পারবে না।

সুতরাং ধরৈয় ধর, অধ্যবসায়ী হও। কারণ জহিদরে সবার হয় সামান্য কিছু সময়রে জন্য; কনিতু তালবিল ইলমকে জীবনরে শেষে মূহুর্ত পরয়ন্ত ধরৈয় ধরতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হবে ঈমানদারগণ, তোমরা ধরৈয় ধারণ কর, ধরৈষে প্রতযিগতি



কর এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহ্‌ ভীতি অবলম্বন কর যাত তোমরা সফলকাম হতে পার।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ২০০]

দুই: কর্মনিষ্ঠা

আপনি নিষ্ঠার সাথে কর্ম করুন। আপনার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল; লৌকিকতা ও সঙ্গ-সাথীদের উপরে উঠার লিপ্সা থেকে বঁচে থাকুন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি জ্ঞানের জন্য করে আলমিদরে ওপর গঠিত করার জন্য অথবা জাহলি-মুরখদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য; আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।”[সুনাতে নাসাঈ (২৬৫৪), আলবানী সহহিন নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

মোট কথা আপনার ভেতর ও বাহিরি বড়-ছোট সব ধরণের গুনাহ থেকে পবিত্র হতে হবে।

তনি: ইল্ম অনুযায়ী আমল করা:

জনে রাখুন, আমল হচ্ছে- ইল্মের ফলাফল। যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না সে ব্যক্তি ইহুদীদের মত; আল্লাহ্‌ কুরআনে যাদের ক্ষেত্রে সর্বনিক্ষেপ উদাহরণ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন: “যাদেরকে তওরাত দিয়ে হয়েছিল, অতঃপর তারা এর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা; যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মথিয়া বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিক্ষেপ। আল্লাহ জালমে সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।”[সূরা জুমুআ, আয়াত: ৫]

আর যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া আমল করে সে খ্রিস্টানদের মত। যাদেরকে সূরা ফাতহাতে পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনি যেন যেন কতিবগুলো পড়বেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে 20191 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বধিায় সে উত্তরটি পড়ুন।

চার:

আল্লাহ্‌ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভূতি লালন করা: প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহ্‌ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এটা মনে জাগ্রত রাখা উচিত। ভয় ও আশা এ দুয়োর মাঝে আপনি আপনার রবের দিকে আগাচ্ছেন। একজন মুমনির জন্য এ দুটো গুণ পাখির দুই ডানার তুল্য। পরপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌ অভিমুখী হোন; যাত করে আপনার অন্তর আল্লাহর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠে, আপনার জিহ্বা যকিরি পরপূর্ণ হয়ে উঠে। আল্লাহর বধিান ও গুট রহস্যগুলো জনে আনন্দ-খুশি-উচ্ছ্বসতি হয়ে উঠে। প্রত্যকে সজিদাতে গিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌ আপনার জন্য ইল্মের দ্বার খুলে দেন, আপনাকে উপকারী ইল্ম দান করেন। নিশ্চয় আপনি যদি আল্লাহর সাথে বিশ্বস্ত হন আল্লাহ্‌



আপনাকে তাওফিক দবিনে, আপনাকে রাব্বানী আলমেদরে মর্যাদায় পঠোঁছিয়ে দবিনে।

পাঁচ: সময়রে সদ্ব্যবহার করা:

ওহে বুদ্ধমিন, আপনার যৌবনকে, জীবনকালকে ইল্ম অর্জনে দ্রুত কাজে লাগান। এই তো করব, আগামীতে করব এ ধরণে ধোকা যনে আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। আপনার জীবন থেকে যে ঘণ্টাটা চলবে যাচ্ছে সটোর কোন প্রতিস্থাপন নই, সটোর কোন বদলি নই। আপনার পারিপার্শ্বিক ব্যস্ততা, লক্ষ্যপানরে পথে প্রতবিন্দকতা, সর্ববোচ্চ পরিশ্রম ও উদ্দীপনা বনিয়োগরে রাস্তায় বাধা-বপিত্তি যতটুকু সম্ভব সরিয়ে ফেলুন। কেননা এ বাধাগুলো হচ্ছে- যাত্রাপথরে দস্যুর মত। এ কারণে সলফে সালহীন পরবির থেকে দূরে ও স্বদেশে ত্যাগ করে ইল্ম হাছলি করাকে মুস্তাহাব মনে করতনে। কেননা চিন্তা-ভাবনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সটো গুচ রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝার ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা একজন লোকরে অন্তরে দুটো অন্তর রাখেননি। আরও বলা হয় আপনি যদি ইল্মকে আপনার পুরাতুকু না দনে ইল্ম আপনাকে সামান্যটুকুও দবিনে না।

ছয়: সতর্কতা:

ইল্ম অর্জনে সূচনালগ্নে আপনি আলমেদরে মতভেদে কথিবা সাধারণ মানুষরে মতভেদে পছন্দে পড়বনে না। কারণ এটা স্মৃত্তিকে হয়রান করে ফেলে, ববিকে-বুদ্ধিকে কঠিকরতব্যবমিচু করে দেয়। নানাবধি কতিবপুস্তক থেকেও আপনি সতর্ক থাকবনে। কেননা এতে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। বরং আপনি যি কতিব পড়ছনে বা যি বিষয়টা পড়ছনে সটোকে আত্মস্থ করার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন। কোন কারণ ছাড়া এক কতিব থেকে আরকে কতিবে স্থানান্তরতি হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ এটা অস্বস্তি ও ব্যফলতার আলামত। আপনার উচ্চতি প্রত্যকে শাস্ত্ররে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দয়ো, এরপর এর চয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দয়ো।

সাত:

পাকাপোক্ভাবে মুখস্ত করা: আপনি যা মুখস্ত করতে চান সটো কোন শাইখরে তত্ত্বাবধানে কথিবা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে সুনপিনভাবে শুদ্ধ করে নতিে সচেষ্ট হোন; এরপর পোক্ভাবে মুখস্ত করুন। এরপর দিনরে নরিদ্ষিট একটা সময়ে বারবার আওড়াতে থাকুন যাতে করে আপনি যা মুখস্ত করছনে তা ভুলে না যান।

আট:

কতিব অধ্যয়ন: আপনি ছোট ছোট পুস্তকিগুলো মুখস্ত করা, এগুলোর ব্যাখ্যা আত্মস্থ করা এবং এগুলোর মধ্যযে যসেব গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা ও ফায়দো রয়েছে সেগুলো রপ্ত করার পর আপনি বড় কলবেররে কতিবপত্র অধ্যয়নে মনোনবিশে



করবনে। সার্বক্ষণিক পড়াশুনায় থাকবনে। যখনই কোন মূল্যবান ফায়দো, সূক্ষ্ম মাসালা, বরিল শাখা মাসালা, কোন জটিলতার সমাধান কিংবা সমজাতীয় বধিনগুলোর মাঝে পার্থক্য আপনার নজরে পড়বে সাথে সাথে সেটো নোট করবনে। এটা সকল শাস্ত্রেরে ক্ষত্রেই। কোন একটা ফায়দো শুনলে কিংবা কোন একটিকায়দো জানলে আপনি সেটোকে ছোট মনে করবনে না; বরং সাথে সাথে সেটো নোট করবনে এবং মুখস্ত করে নবনে।

ইলম অর্জনরে ক্ষত্রে আপনাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তাই আপনার বশেই ইলম অর্জন করার সামর্থ্য থাকা সত্বেও অল্পতে তুষ্ট হবনে না। নবীদের মীরাছ সামান্যটুকু পয়ে আপনিত্ত্ব হবনে না। কোন একটা ফায়দো অর্জন করার সুযোগ থাকলে সেটো হাত ছাড়া করবনে না। আগামীতে শখিব এ ধকো যনে আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। কারণ রখে দেয়ার অনকে সংকট আছে। আর আপনি বর্তমান সময়ে যদি এই ফায়দোটা শখি ফলেতে পারনে দ্বিতীয় সময়ে আপনি অন্য কিছু শখিতে পারবনে।

বকোরত্ব কিংবা দায়িত্বরে প্রতবিন্দকতা আসার পূর্বে আপনি আপনার অবসর ও কর্মদেদীপনাময় সময়কে কাজে লাগান। সুস্থতা ও যটবনকালকে গনীমত মনে করুন। আপনার স্মৃতির নর্মলতা ও ব্যস্ততার স্বল্পতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন।

আপনাদের যে কতিবগুলো প্রয়োজন সেগুলো পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। কেননা কতিব হচ্ছে- ইলম অর্জনরে মাধ্যম। কোন উপকার ছাড়া বশে বশে কতিব সংগ্রহ করা যনে আপনার ইলমী অর্জন না হয়, আপনার বোধশক্তির অংশ না হয়। বরং আপনার করতব্য হচ্ছে- সাধ্যানুযায়ী কতিবগুলো থেকে ফায়দো নেয়ার চেষ্টা করা।

নয়: সঙ্গনির্বাচন করা:

আপনি একজন নকেকার ও ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, স্বভাব প্রকৃতিভাল এমন সঙ্গি গ্রহণে সচেষ্ট হোন; যে বন্ধু আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। কোন ফায়দা ছুটে গেলে সেটো পূরণ করতে সহযোগিতা করবে। অধিক ইলম অর্জনে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার বরিক্তি দূর করবে। সে যনে স্বীয় দ্বীন-ধর্মরে ব্যাপারে এবং উন্নত চরিত্ররে ব্যাপারে বশ্বস্ত হয়। আল্লাহর জন্য উপদেশদাতা হয়। [দখেুন: ইবনে জামাআর 'তায়করিতাস সামে']

অসৎ সঙ্গি থেকে দূরে থাকবনে। কেননা মানুষরে স্বভাব-প্রকৃতি অন্যরে দ্বারা সংগোপনে প্রভাবতি হয়। মানুষ হচ্ছে- পাখরি ঝাঁকরে মতন; একটা আরকেটাকে অনুকরণ করে থাকে। এমন কোন সঙ্গরি সঙ্গতিব থেকে সাবধান থাকুন। কেননা এটা রোগতুল্য। এতে আক্রান্ত হওয়ার আগই প্রতহিত করা সহজ।

দশ:

উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: প্রাথমিক স্তররে ইলম কতিবরে বুক থেকে গ্রহণ করা যায় না। বরঞ্চ অবশ্যই একজন



শাইখ থেকে নতি হই; মৌলিকি জ্ঞানগুলো যার রপ্ত আছে; যাত করে সখলন থেকে নরিপদ থাকা যায়। আপনার কর্তব্য হচ্ছ- শাইখের সাথে আদব রক্ষা করে চলা। কেননা এটাই হচ্ছ- আপনার কল্যাণ, সফলতা এবং ইল্ম হাছলিরে চাবকিঠা। আপনার শাইখ যনে আপনার সম্মান, মর্যাদা ও কামেল আচরণেরে পাত্র হন। আপনি আপনার শাইখের সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবনে: তাঁর সাথে বসার ক্ষতেরে, কথা বলার ক্ষতেরে, প্রশ্ন করার ক্ষতেরে, শ্রবণ করার ক্ষতেরে, তার সামনে কতিবরে পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষতেরে, তার সামনে উচ্চবাচ্য পরতিয়াগ করার ক্ষতেরে, কোন কথা বা হাঁটার মাধ্যমে তাঁর অগ্রবর্তী না হওয়া, তার সামনে অধিক কথা না বলা, নিজেরে কথা দিয়ে তার দরসেরে মধ্য সংযোজনী না দয়ো, কোন জবাব দয়ের জন্য চাপাচাপি না করা, অধিক প্রশ্ন না করা বিশেষতঃ অনকে মানুষেরে উপস্থিতিতে। কেননা এটি আপনাকে প্রবঞ্চিত করবে, আপনার বরিক্তরি উদ্রকে করবে। আপনি শাইখকে তার নাম ধরে বা কুনয়িত ধরে ডাকবনে না। বরং এভাবে বলবনে: ইয়া শাইখি (হে আমার শাইখ) কথিবা বলবনে: ইয়া শাইখানা (হে আমাদরে শাইখ)।

যদি আপনার কাছে শাইখেরে কোন ভুল চোখে পড়ে কথিবা কোন বস্মুত ধরা পড়ে তাহলে এটার কারণে আপনার চোখে যনে শাইখেরে মর্যাদা খাটো হয়ে না যায়। কেননা এটি আপনার ইল্ম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ভুল থেকে বাঁচতে পারনে এমন কটে কি আছে?।[দখুন: শাইখ বাকর আবু যায়দে এর 'হলিতু তালবুল ইল্ম']

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদরে জন্য ও আপনাদরে জন্য তাওফিকি ও অবচিলতা প্রার্থনা করছি। তিনি যনে আমাদরেকে সেই দিনটি দেখোন যাই দিনি আপনি আলমে হবনে, আল্লাহর দ্বীনরে জন্য সকলেরে রফোরনেস হবনে, মুত্তাকীদেরে ইমাম হবনে। আমীন... আমীন। নকিটবর্তী কোন সাক্ষাতে আবার দেখো হবো। ওয়াস সালাম।